দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2.6.AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

১২টি ছাত্রাবাসে পুলিশের তল্লাশী ॥ অস্ত্র উদ্ধার ॥ আটক ৩৭

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গতকাল (রবিবার) মহানগর পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ছাত্রাবাসে একযোগে সাড়ে চার ঘন্টাব্যাপী তল্লাশী অভিযান চালাইয়া দুইটি কাটা রাইফেলসহ গোলাবারুদ উদ্ধার করিয়াছে। এই সময় পুলিশ ছাত্র ও বহিরাগতসহ ৩৭ জনকে আটক করে। তল্লাশীকালে মুহসীন হলের সম্মুখ হইতে আটক ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতা শামীম আহমদকে ছাত্ররা মুক্ত করিয়া নিয়া যায়। উদ্ধারকৃত গোলাবারুদের মধ্যে রহিয়াছে ৮টি ককটেল, ১৬ রাউন্ড গুলী, ১টি বন্দুকের কাটাব্যারেল, ১টি বিদেশী চাকু এবং ১টি খেলনা পিস্তল।

সকাল সাড়ে ৮টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত পুলিশ তল্লাশী চালায়। ইহার পূর্বে সকাল ৮টা হইতে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন, সূর্য সেন, কবি জসীম উদ্‌দীন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, এফ. রহমান, জহুরুল হক, সলিমুল্লাহ, জগন্নাথ, শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলের আশপাশে অবস্থান গ্রহণ করে। এই সময় (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

১২টি ছাত্রাবাসে

(১ম পৃঃ পর)

হল এলাকা পুলিশ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ছাত্রদের হলে আসা-যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। পুলিশ হলের সন্দেহমূলক তালাবন্ধ কক্ষগুলির তালা ভাঙ্গিয়া তল্লাশী চালায়।

সকাল ৯টায় মুহসীন হলের সম্মুখে এসএম হল শাখার ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমদকে পুলিশ আটক করিয়া উক্ত হলের সম্মুখে বসাইয়া রাখে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এসএম হলের ছাত্ররা মিছিল করিয়া মুহসীন হলের সম্মুখে আসে এবং শামীমকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য পুলিশকে অনুরোধ জানায়। পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া না দেওয়ায় ছাত্ররা এক পর্যায়ে পুলিশের নিকট হইতে শামীমকে মুক্ত করিয়া নিয়া যায়।

এদিকে হল তল্লাশী অভিযানকালে পুলিশ জগন্নাথ হলের লন্ড্রি হইতে ১টি কাটা রাইফেলসহ ৬ রাউন্ড গুলী, জিয়াউর রহমান হল হইতে ৫টি ককটেল, সূর্যসেন হল হইতে ৩টি ককটেল ও কবি জসীমউদ্‌দীন হল হইতে রাইফেলের কাটা ব্যারেল উদ্ধার করে। এই সময় পুলিশ সূর্যসেন হল হইতে ২২ জন, জগন্নাথ হল হইতে ২ জন, জহুরুল হক হল হইতে ৫ জনসহ ৩৭ জন ছাত্র ও বহিরাগতকে আটক করে। আটককৃতদের মধ্যে ১১ জন টোকাই রহিয়াছে।

অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের শেষ পর্যায়ে পুলিশ আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে তল্লাশী চালায়। এই ছাত্রাবাসের পিছনের বাগান হইতে ১০ রাউন্ড গুলীসহ ১টি কাটা রাইফেল উদ্ধার করে। তল্লাশীকালে পুলিশ এফ. রহমান হলের একটি কক্ষ হইতে ২টি গাঁজার কলকিসহ গাঁজা উদ্ধার করে। পুলিশের তল্লাশী অভিযানের শেষ পর্যায়ে কবি জসীমউদ্‌দীন হল এলাকা হইতে ছাত্রদল কর্মীরা একটি প্রতিবাদ মিছিল বাহির করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বলা হয়, ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসী শামীম আহমদকে পুলিশ আটক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আওয়ামী লীগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতন চালাইতেছে। ছাত্রদল শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়া হইলেও আওয়ামী লীগকে উৎখাত করিবে। সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী সোহেল, মোজাফফর হোসেন জাকির, মনির হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

এদিকে গতকাল ক্যাম্পাসে বিডিআর এবং পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকায় এবং ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আবাসিক হলগুলি ফাঁকা হইয়া পড়িয়াছে।